৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার কুফল

আবু বকর সিদ্দিক

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার মাঝে-মধ্যে জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পদ্ধতি চালু করে থাকে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য সুধীজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির বদৌলতে ছাত্রসমাজ বেশ উপকৃত হবে। মূলত এ পদ্ধতিতে তারা কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা কারও অজানা নয়। অতীতে দেখা গেছে যে, যে ছাত্র নির্বাচনী পরীক্ষায় সকল বিষয়ে পাস নম্বর পেতে সক্ষম হয়, সেও এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার কেউ স্টার মার্ক পেয়ে পাস করেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গেল পরীক্ষার ফল নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কিছু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। যেমন একজন প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্রকে বলা হয়েছে, আমার একটি গাভী আছে এর ইংরেজী কি? উত্তরে বলেছিল, I am a cow. যার অর্থ— আমি একটি গাভী। এভাবে আরও অনেক অভিনব জবাব মিলেছে, যা জাতির জন্য বড়ই দুঃখজনক।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, একজন প্রথম শ্রেণীর শিশুকে একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা দিয়ে বলা হলো তোমার ইচ্ছানুযায়ী বামের ক, খ, গ ও ঘ-এর যে কোন একটির ওপর টিক চিহ্ন দাও। দেখা গেছে যে, তার ৩০টি উত্তরই সঠিক। কিন্তু সে কি জেনেশুনে টিক চিহ্ন দিয়েছে? কখনও না। অর্থাৎ মনগড়া বা আনুমানিকভাবে টিক চিহ্ন দিলেও অনেক সময়ে ৫০ নম্বরে ৩০/৪০ নম্বর পাওয়া কঠিন নয়। বাস্তবিকই নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে ছাত্রসমাজ কতটুকু সফলতা লাভ করল, কারও বুঝার বাকি নেই। কারণ এখানে লেখার কিছুই নেই বলে শব্দের বানান ভুল বা অন্যান্য ভুলত্রুটি যাচাই করার কোন উপায় নেই। এ ধরনের পরীক্ষা এ দেশের মতো অনুন্নত দেশে কখনও মঙ্গলজনক হতে পারে না।

এর পরিবর্তে বর্তমানের ৪টি প্রশ্ন না করে যদি শুধু একটি প্রশ্ন করা হয়, তখন ছাত্রটি সঠিক উত্তর বানানসহ শিখবে ও পরীক্ষার খাতায় লিখবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, "বাংলাদেশে শহীদ দিবস কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে?" উত্তর হবে— "একুশে ফেব্রুয়ারি।" এতে করে মনগড়া উত্তর দেবার সুযোগ থাকবে না। এ পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে ছাত্ররা বেশ উপকৃত হবে। পড়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পুনরায় তারা পড়ার টেবিলে ফিরে আসবে। প্রকৃত মানুষ হয়ে দেশ সেবায় নিজকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হবে।